গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরে অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ৩য় সভা'র কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	০৫ মার্চ ২০২০
সময়	:	দুপুর ১২:৩০ টা।
স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং ৯৩০), রেলভবন, ঢাকা।

উপস্থিত কর্মকর্তা ও অংশীজন- পরিশিষ্ট "ক"-তে দেখানো হল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্ব স্ব পরিচিতি তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন। পরিচিতি পর্বের পর সভাপতি সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি, রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট ফ্যান ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এ অংশীজন সভায় সাধারণত: সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা এবং সেগুলির সমাধানে সম্ভাব্য করণীয়সহ সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ৪টি অংশীজন সভা আয়োজন অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। ইতোপূর্বে ২টি অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি অদ্যকার সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত ২টি সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন।

২। সভাপতির আহবানে উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় 'অংশীজন'-এর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ১ম সভায় ২৫টি এবং ২য় সভায় ২৩টিসহ মোট ৪৮টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অগ্রগতি প্রতবেদন অনুযায়ী ১ম সভায় ২২টি এবং ২য় সভায় ১৭টিসহ মোট ৩৯টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত/নিষ্পত্তি মর্মে গন্য করা যায়। এছাড়া, অবশিষ্ট ৯টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সভাপতি বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতির ওপর এবং রেল সেবার মানোন্নয়নে সম্ভাব্য করণীয়সহ সার্বিক বিষয়ে মতামত উপস্থাপনের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তা ও অংশীজনের প্রতি আহ্বান জানান। উন্মুক্ত আলোচনাপর্বে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন করেন।

৩। সভায় নিম্নোক্তভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্র.নং.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস), বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, কোন স্টেশনে কতজন কর্মচারি নিয়োজিত রয়েছে তার তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত স্টেশনসমূহে বিভিন্ন দপ্তরের পদায়নকৃত কর্মচারির তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত সচিব ও রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য জনাব মাহবুব কবীর বলেন যে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্টেশনে প্রয়োজনের তুলনায় একাধিক স্টেশন মাস্টার কাজ করছে অথচ অনেক স্টেশন কর্মচারির অভাবে বন্ধ রয়েছে। তিনি বন্ধ স্টেশন চালুর নিমিত্ত একই স্টেশনে পদায়নকৃত একাধিক স্টেশন মাস্টারকে বদলী করার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন যে স্টেশনে পদায়নকৃত স্টেশন মাস্টারের সংখ্যা যাচাই করতে হবে এবং প্রয়োজনের তুলনায় একাধিক স্টেশন মাস্টার নিয়োজিত থাকলে তাদেরকে চিহ্নিত করে বন্ধ স্টেশনে পদায়ন করতে হবে।	স্টেশনে পদায়নকৃত স্টেশন মাস্টারের সংখ্যা যাচাই করতে হবে এবং প্রয়োজনের তুলনায় একাধিক স্টেশন মাস্টার নিয়োজিত থাকলে তাদেরকে চিহ্নিত করে বন্ধ স্টেশনে পদায়ন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩.২	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস), বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, রাজশাহী-চিলাহাটি রুটে চলাচলকারী ট্রেনে যাত্রীদের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে কমপক্ষে ১টি এসি কোচ সংযোজনের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত প্রেরণের জন্য সিসিএম/পশ্চিম'কে পত্র দেয়া হয়েছে। মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, ঢাকা-চিলাহাটি রুটে চলাচলকারী নীলসাগর ট্রেনে এসি কোচ রয়েছে। রাজশাহী হতে চিলাহাটি চলাচলকারি বরেন্দ্র ও তিতুমীর ট্রেনের পাওয়ারকারের লোড বেশি হওয়ায় এ মুহূর্তে এসি কোচ সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি পাওয়ারকার আধুনিকায়ন করে ১টি এসি কোচ সংযোজন করার বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, রাজশাহী-চিলাহাটি রুটে চলাচলকারী ট্রেনে যাত্রীদের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে কমপক্ষে ১টি এসি কোচ সংযোজনের উদ্যোগ দ্রুত নিতে হবে।	রাজশাহী-চিলাহাটি রুটে চলাচলকারী ট্রেনের যাত্রীদের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে কমপক্ষে ১টি এসি কোচ সংযোজনের উদ্যোগ দ্রুত নিতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী
৩.৩	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) বলেন যে, বিক্রিত টিকেট ফেরৎ প্রদানকালে টিকিটের মূল্য ফেরতের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি সভা আয়োজন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জনাব রাসেল আহেমদ সুমন, প্রভাষক, সরকারি আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ও সদস্য, রেলওয়ে ফ্যান ক্লাব বলেন যে, পূর্বে ক্রয়কৃত টিকিট ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে টিকিট ফেরৎ দিলে কোন টাকা পাওয়া যায় না বিধায় অন্য কোন যাত্রী ঐ টিকিটটি কাটতে পারে না। বিক্রিত টিকিট ফেরৎ নিয়ে অন্য যাত্রীর কাছে পুনরায় বিক্রির বিধান থাকলে স্ট্যান্ডিং টিকিটের চাহিদা কমে যাবে মর্মে তিনি মন্তব্য করেন। সভাপতি বিক্রিত টিকিট ফেরৎ প্রদানকালে টিকিটের মূল্য ফেরতের ব্যবস্থাটি পুন:পরীক্ষা আগামী সভার পূর্বে সম্পন্ন করার জন্য নিদেশনা দেন।	বিক্রিত টিকিট ফেরৎ প্রদানকালে টিকিটের মূল্য ফেরতের ব্যবস্থাটি পুন:পরীক্ষা আগামী সভার পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৪	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) বলেন যে, যাত্রীদের চাপ বাড়লে তাদের অনুরোধে স্ট্যান্ডিং টিকিট দেয়া হয়; নন-স্টপ ট্রেনে কোন স্ট্যান্ডিং টিকিট দেয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন ট্রেনে স্ট্যান্ডিং টিকিট ইস্যু পরীক্ষামূলকভাবে বন্ধ করা হবে সে বিষয়ে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি জানান। সভাপতি যাত্রীদের নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিতকল্পে রাতে চলাচলকারী আন্ত:নগর ট্রেনে Standing Ticket ইস্যু পরীক্ষামূলকভাবে বন্ধ করার জন্য পুনরায় নির্দেশনা দেন এবং আগামী সভায় প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করেন।	যাত্রীদের নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিতকল্পে রাতে চলাচলকারী আন্ত:নগর ট্রেনে Standing Ticket ইস্যু পরীক্ষামূলকভাবে বন্ধ করতে হবে এবং আগামী সভায় প্রতিবেদন দিতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৫	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, টয়লেট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর একটি প্রমিত পরিচালনা পদ্ধতি (এসওপি) প্রণয়নের জন্য প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী (পূর্ব) ও প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী (পশ্চিম)- কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; এসওপি তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(১) টয়লেট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর একটি প্রমিত পরিচালনা পদ্ধতি (এসওপি) প্রস্তুতের কাজ আগামী সভার পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে;	১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। আরএম,ঢাকা/ চট্টগ্রাম/পাকশী/ লালমনিরহাট, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

	তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে চলাচলরত যাত্রীবাহী ট্রেনসমূহে টয়লেটসহ কোচ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সাংকেতিক চিহ্নি দিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোষ্টার তৈরী করে ট্রেনে সংযোজনের জন্য প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী (পূর্ব) ও প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী (পশ্চিম)-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে ময়লা-আবর্জনা রয়েছে এবং এতে এডিস ও ডেঙ্গু মশা বংশ বিস্তার করছে। তিনি রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনাসহ এডিস ও ডেঙ্গু মশার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি গত সভায় এ সংক্রান্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত ২টি বহাল রাখার জন্য নির্দেশনা দেন এবং আগামী সভার পূর্বে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনাসহ এডিস ও ডেঙ্গু মশার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্যও নির্দেশনা দেন।	(২) টয়লেটসহ ট্রেন ও স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে কিছু পোস্টার তৈরি করে স্টেশন ও ট্রেনে লাগাতে হবে এবং এতদবিষয়ে সংক্ষিপ্ত অডিও/ ভিডিও তৈরি করে স্টেশনের বড় স্ক্রীনে ও ট্রেনের এলইডি মনিটরে প্রচারের ব্যবস্থা আগামী সভার পূর্বে নিতে হবে; এবং (৩) রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনাসহ এডিস ও ডেঙ্গু মশার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।	
৩.৬	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন যে, 'নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন' কর্তৃপক্ষের দাখিলকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক (MoU)-এর ওপর মতামত প্রদানের জন্য মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করা হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব ফিরোজ আলম মিলন, সাধারণ সম্পাদক, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য দাখিলকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক (MoU)-টি দ্রুত চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। সভাপতি নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের দাখিলকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক (MoU)-টি আগামী ১০দিনের মধ্যে চূড়ান্ত করার নির্দেশনা দেন।	নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন-এর দাখিলকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক (MoU)-টি আগামী ১০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩.৭	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, আখাউড়া-লাকসাম প্রকল্পের আওতায় রেলওয়ের ট্র্যাক পরিদর্শনে ব্যবহারের জন্য সড়ক ও রেললাইন উভয়পথে চলাচলে সক্ষম উন্নতমানের গাড়ী ক্রয়ের জন্য সংস্থান রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, সড়ক ও রেললাইন উভয়পথে চলাচলে সক্ষম উন্নতমানের গাড়ী দ্রুত ক্রয়ের উদ্যোগ নিতে হবে।	রেলওয়ের ট্র্যাক পরিদর্শনে ব্যবহারের জন্য সড়ক ও রেললাইন উভয়পথে চলাচলে সক্ষম উন্নতমানের গাড়ী দ্রুত ক্রয়ের উদ্যোগ নিতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৮	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ২৮ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত বিশেষ রেল সেবা সপ্তাহ আয়োজন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক লিফলেট বিতরণ করা হবে। তিনি রেল সেবা সপ্তাহ আয়োজন সফল করার জন্য জেলা প্রশাসকগণের সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব সাজিয়া বিনতে সালেহ, জনসংযোগ কর্মকর্তা, 'জন হপকিন্স সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ' জানান যে, মুজিব বর্ষে রেল স্টেশন ও ট্রেন-কে তামাকমুক্ত ঘোষণা দেয়া যেতে পারে।	(১) মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিশেষ রেল সেবা সপ্তাহ আয়োজন সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে পত্র দিতে হবে;	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;

	তিনি তাঁর সংস্থা হতে স্টেশনে breast feeding corner তৈরি এবং হুইল চেয়ার সরবরাহে সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করেন। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, স্টেশন ও ট্রেনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় ও ব্যবহার রোধকল্পে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস), বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, স্টেশনে ইজারাকৃত দোকান হতে বিড়ি, সিগারেট ও পান বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিশেষ রেল সেবা সপ্তাহ আয়োজন সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে পত্র দিতে হবে। তিনি স্টেশনে breast feeding corner তৈরি এবং হুইল চেয়ার সরবরাহে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের সঙ্গে যোগাযোগকরত: ব্যবস্থা নেয়ার জন্য 'জন হপকিন্স সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ'-এর প্রতিনিধিকে অনরোধ জানান। সভাপতি মুজিব বর্ষে স্টেশন ও ট্রেনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় ও ব্যবহার রোধকল্পে বিশেষ সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করারও নির্দেশনা দেন।	(২) স্টেশনে breast feeding corner তৈরি এবং হুইল চেয়ার সরবরাহে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের সঙ্গে যোগাযোগকরত: ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং (৩) মুজিব বর্ষে স্টেশন ও ট্রেনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় ও ব্যবহার রোধকল্পে বিশেষ সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৫। প্রতিনিধি, হপকিন্স সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ।
৩.৯	আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব রাসেল আহেমদ সুমন, প্রভাষক, সরকারি আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ এবং সদস্য, রেলওয়ে ফ্যান ক্লাব বলেন যে, ঢাকা-ময়মনসিংহের মধ্যে চলাচলকারি ৭০৭ তিস্তা এক্সপ্রেস আপ ট্রেনটি কোন মতেই টাইম-টেবিল ৫২ অনুযায়ী সময় মেনে চলাচল করতে পারছে না। প্রতিদিনই গন্তব্য ও মধ্যবর্তী স্টেশনে বিলম্বে পৌঁছাচ্ছে যা চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবীদেরকে ভীষণ অসুবিধায় ফেলছে। তিস্তা একপ্রেস আপ ট্রেনের যাত্রীদের সময়মত যাতায়াত নিশ্চিতকল্পে তিনি এ ট্রেনটির সময়সূচি পুন:পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ মাহবুব কবীর, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং সদস্য, রেলওয়ে ফ্যান ক্লাব বলেন যে, ট্রেনে পরিবেশিত খাবারের মান পরীক্ষার জন্য 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' উদ্যোগ নিতে পারে। সে লক্ষ্যে সার্বিক সহায়তা প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট ক্যাটারারগনণকে যথাযথ নির্দেশনা দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব ফিরোজ আলম মিলন, সাধারণ সম্পাদক, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন নোয়াখালী রুটে একটি নন-স্টপ ট্রেন পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি তিস্তা একপ্রেস আপ ট্রেনের যাত্রীদের সময়মত যাতায়াত নিশ্চিতকল্পে তিনি এ ট্রেনটির সময়সূচি পুন:পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দেন। তিনি ট্রেনে পরিবেশিত খাবারের মান পরীক্ষার জন্য 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে সার্বিক সহায়তা প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট ক্যাটারারগনণকে যথাযথ নির্দেশনা দেয়ার জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া, নোয়াখালী রুটে একটি নন-স্টপ ট্রেন পরিচালনার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।	(১) তিস্তা একপ্রেস আপ ট্রেনের যাত্রীদের সময়মত যাতায়াত নিশ্চিতকল্পে তিনি এ ট্রেনটির সময়সূচি পুন:পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিতে হবে; (২) ট্রেনে পরিবেশিত খাবারের মান পরীক্ষার জন্য 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে সার্বিক সহায়তা প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট ক্যাটারারগনণকে যথাযথ নির্দেশনা দিতে হবে; এবং (৩) নোয়াখালী রুটে একটি নন-স্টপ ট্রেন পরিচালনার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে;

৩.১০	সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব আনোয়ারুল ইসলাম, উপসচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রনালয় বলেন যে, শাহজাহানপুর সরকারি আবাসিক কলোনীর পূর্বপার্শ্বের রেলওয়ের ওভারব্রীজের নীচ থেকে খিলগাঁও বাজার পর্যন্ত রাস্তার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ হয়েছে৷ জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে তিনি উক্ত রাস্তাটি মেরামত ও সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন যে, রেল লাইনের সমান্তরালে রাস্তা নির্মাণ বন্ধ এবং অবৈধ লেভেল ক্রসিং তৈরি রোধকল্পে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে৷ তিনি অংশীজন সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি শাহজাহানপুর সরকারি আবাসিক কলোনীর পূর্বপার্শ্বের রেলওয়ের ওভারব্রীজের নীচ থেকে খিলগাঁও বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি মেরামত/সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি পরবর্তী অংশীজন সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যও নির্দেশনা দেন।	(১) শাহজাহানপুর সরকারি আবাসিক কলোনীর পূর্বপার্শ্বের রেলওয়ের ওভারব্রীজের নীচ থেকে খিলগাঁও বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি মেরামত/সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে; এবং (২) পরবর্তী অংশীজন সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে;

৪। পরিশেষে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সিনিয়র সচিব

নং-৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৩.১৮-১৭৬

তারিখঃ ০৮ চৈত্র ১৪২৬
২২ মার্চ ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। জনাব মোঃ মাহবুব কবীর, সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/এমএন্ডসিপি/অপারেশন/আই), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৮। প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
৯। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ডিআরএম); ঢাকা/পাকশী/লালমনিরহাট/চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১০। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১১। চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
১২। চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন, বাড়ী ৫৮/১, ১ম লেন, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।
১৩। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ৯/১২ ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
১৪। জনাব..।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):

১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

২২/৩/২০
(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব